দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

82

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার বিষয়টি বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনার দাবী রাখে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়তো দীর্ঘদিন যাবৎই সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। সশস্ত্র সন্ত্রাসকারীরাই সেখানে সর্বেসর্বা- তাদের হুকুম না মানলে ভিসি'র পক্ষেও কাজ করা সম্ভব নয়। শিক্ষক, ছাত্র সবাই সন্ত্রাসকারীদের হুকুম তামিল করতে বাধ্য, নইলে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই নগ্ন সন্ত্রাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অনেক আগেই শিকেয় উঠেছে। ভার্সিটি প্রশাসন কার্যতঃ অচল। উপাচার্য নাচার- পদত্যাগ না করলে সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যারও হুমকি দিয়েছে। দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়া চলছে। এতকিছুর পরেও কর্তৃপক্ষ নীরব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে এই নীরবতা নানান জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিচ্ছে। তাছাড়া দেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাদপীঠ দীর্ঘকাল ধরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে এবং তাদের অব্যাহত দাপটে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে, এ অবস্থা তো কল্পনা করাও কষ্টদায়ক।

পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য দায়ী হলো ইসলামী ছাত্র শিবির। এরা প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছাত্রদের পেটাচ্ছে, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করছে এবং ভিসি পদত্যাগ না করলে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বলেও কাগজে সংবাদ ছাপা হয়েছে। এতসব লোমহর্ষক ঘটনার পরেও কর্তৃপক্ষ কিভাবে নীরব থাকেন তা আমরা বুঝতে অক্ষম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্যে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের যে আহবান জানিয়েছে, সে ব্যাপারে প্রশাসন সাড়া দিয়েছে কি-না, এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত তা জানা যায়নি। তবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিলে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব হবে তাতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করা। স্থানীয় প্রশাসন এ দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ কার্পণ্য করবেন না- এটা একান্তভাবেই প্রত্যাশিত। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আবার ফিরে এসেছে, এটা দেখার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি গত কিছুদিন যাবৎ আর শোনা যাচ্ছে না। তবে এখানেও পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ। যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে কর্তৃপক্ষকে খুব সাবধানে এগুতে হবে। যে কোনো হঠকারি পদক্ষেপ শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাতে ইন্ধন যোগাবে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ যেটুকু বজায় আছে তাকে সুসংহত করে তুলে, সন্ত্রাসী শক্তিকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে বেশ সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। ভিসি সম্প্রতি সর্বদলীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের বৈঠক আহবান করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভিসি'র এ পদক্ষেপটা বাস্তবসম্মত হয়েছে। কারণ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারলে পরিস্থিতির উত্তরোত্তর আরো উন্নতি ঘটবে।

ইতিপূর্বে ক্যাম্পাসে রাজনীতিবিদদের বৈঠক আহবান করে উপাচার্য যে ভুল করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কৌশল নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মতে, দেশপ্রেমিক ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মন-মানসিকতার বিকাশ ঘটলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠতে পারবে। তাই অধুনাবিলুপ্ত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য (আপস)-এর অন্তর্গত দেশপ্রেমিক ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের সাথে উপাচার্য ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে তাদেরকে আরো উদ্যোগী ও সক্রিয় করে তুলতে পারেন। মনে রাখা দরকার যে, ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দেশপ্রেমিক ছাত্র সংগঠনগুলোই কর্তৃপক্ষকে সর্বোত্তম সহযোগিতা দিতে সক্ষম।